দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 OCT 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গনে

ব্যবহারিক কৃষি শিক্ষার গুরুত্ব

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক। অর্থনীতির একটা বিশেষ স্তর পর্যন্ত এদেশকে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হতে হবে কৃষির উপর। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এবং সে সঙ্গে কৃষি উদ্বৃত্ত আয় দিয়ে কৃষিভিত্তিক শিল্পকারখানার বিকাশ সাধনের জন্য দেশের ব্যাপক সংখ্যক লোককে কৃষিশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

এ কৃষিনির্ভর অর্থনীতির ১৯৮৬-৮৭ অর্থবর্ষে জাতীয় আয়ের ৫০.১০ শতাংশ আহরিত হয় কৃষিখাত থেকে এবং মোট জনসংখ্যার ৭৫ শতাংশ কৃষিতে নিয়োজিত। জাতীয় পর্যায়ে নিরক্ষরের হার ৭৪ হলেও কৃষিজীবীদের বেলায় তা ৯০। তাদের এ ব্যাপক নিরক্ষরতা কৃষি উন্নয়নের পথে বিরাট বাধা আর নিরক্ষর কৃষিজীবীরা উৎপাদনমুখী হয়েছে— এ ঘটনা অত্যনতখবিরল।

আমরা দরিদ্র কৃষিভিত্তিক দেশের অধিবাসী বলেই শিক্ষার প্রয়োজন এত বেশী। একদিন আমাদের গোলাভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু ও পুকুর ভরা মাছ ছিল। ফলে,— তৎকালীন জনসংখ্যার জন্য মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের সংস্থান হতো অতি সহজেই। কিন্তু আজকের পরিবর্তিত সমাজে এ চিত্র ভিন্ন। অঢেল জমি আর নেই। দ্রুত সম্প্রসারণশীল জনসংখ্যার মোকাবেলায় আবাদী জমির পরিমাণ পূর্বের তুলনায় বহুগুণে হ্রাস পেয়েছে। ছোট এক ফালি জমিতেই অতি নিপুণভাবে ফসল ফলিয়ে বাঁচতে হবে। তজ্জন্য চাই কৃষিজীবীদের ব্যাপক নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ব্যবহারিক শিক্ষা হিসেবে কৃষিশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। কারণ, এ জাতীয় জ্ঞান ব্যতীত উৎপাদন উপকরণ চতুষ্টয়ের 'স্বল্প খরচ অথচ বেশী ফলন' সম্মেলন ঘটানো এবং উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ সম্ভব নয়। কৃষিবিষয়ক জ্ঞানের অভাবে দেখা যায় যে, সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে, মাত্রাতিরিক্ত ফলদানে দারুণভাবে ব্যর্থ করে। অন্য কথায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদানজ্ঞানে শাকান্নে স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন পাকশীর লবণের আধিক্য যেমন একে খাবার অনুপযুক্ত করে তোলে ঠিক তেমনি ইউরিয়ার মতো প্রয়োজনীয় সারের মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগ নিরক্ষর কৃষকের একরপ্রতি ফলন সাংঘাতিকভাবে হ্রাস করে। খাদ্য ঘাটতি কমাও, অধিক ফসল ফলাও, ভাতের বদলে আলু খাও— ইত্যাদি ধ্বনিগুলো প্রতিনিয়তই কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে ধ্বনিত হচ্ছেঃ কিন্তু ৯০ ভাগ নিরক্ষর কৃষিজীবীদের কাছে এগুলো অর্থহীন। উন্নত বিশ্বের উদাহরণ থেকে জানা যায় যে, শিক্ষার হার ও কৃষি উৎপাদনের মধ্যে সমধর্মী সম্পর্ক বিদ্যমান অর্থাৎ যে দেশে শিক্ষার হার যত বেশী সে দেশে একরপ্রতি ফলনও বেশী। উদাহরণ হিসেবে চীন, কোরিয়া, জাপান ইত্যাদি দেশের প্রসঙ্গ টানা যায়।

কৃষি উন্নয়ন জাতীয় উন্নয়নের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে কৃষিজীবীদের ব্যবহারিক কৃষিশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। কৃষি উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট তিন শ্রেণীর নাগরিককে এ শিক্ষায় শিক্ষিত করা প্রয়োজন— প্রথমতঃ প্রতিটি কৃষক; দ্বিতীয়তঃ যিনি উৎপাদন কাজে নিয়োজিত কৃষকদের স্থানীয়ভাবে কৃষকদের সাহায্য করে থাকেন; তৃতীয়তঃ যিনি কৃষি উন্নয়নের প্রশ্নে কৃষকের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত। প্রতিটি গ্রামে অন্ততঃ একটি নৈশবিদ্যালয় স্থাপনপূর্বক সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কৃষি বিষয়ক শিক্ষা দান করতে হবে। মসজিদের ইমামগণ এ মর্মে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারেন। সহজ ও সরল ভাষায় কৃষকদের বুঝিয়ে বলতে হবে। সেবা আর আদর্শের মহিমায় আত্মোৎসর্গকৃত হতে হবে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের। তা হলে সার্থক হবে আগামীদিনের কৃষি বিপ্লব।

—মোঃ ইয়াছিন আলী